গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৫

তারিখ: ২২ আষাঢ়.১৪২৭
০৬ জুলাই ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ

সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে ।

আজ ০৬ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে) সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সর্তকতা সংকেত (পুনঃ) ১ নম্বর সর্তকতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (২ দিন): বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৩.০	৩১.৮	৩২.৬	৩২.৬	৩৪.০	৩৪.৬	৩৩.৫	৩১.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.৮	২৬.৬	২২.০	২৫.৬	২৬.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সৈয়দপুর ৩৪.৬° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টেকনাফ ২২.০° সেঃ।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টা স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ , ঢাকা, ফরিদপুর এবং টাঙ্গাইল জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে, অপরদিকে মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতির আগামী ২৪ ঘণ্টায় সামান্য অবনতি হতে পারে।

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (২১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৬ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৬.৭১	-৩০	২৬.৫০	+২১
২	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	যমুনা	২০.০০	-২৩	১৯.৮২	+১৮
৩	জামালপুর	বাহাদুরাবাদ	যমুনা	১৯.৬৭	-২৫	১৯.৫০	+১৭
৪	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৬.৮৮	-২১	১৬.৭০	+১৮
৫	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	যমুনা	১৫.৪০	-২৭	১৫.২৫	+১৫
৬	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১৩.৪১	-১৭	১৩.৩৫	+৬
৭	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১০.৭৩	-১০	১০.৪০	+৩৩
৮	নাটোর	সিংড়া	গুড়	১২.৭২	+১৬	১২.৬৫	+৭
৯	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১১.৭৫	-০৭	১১.৪০	+৩৫
১০	নঁওগা	আত্রাই	আত্রাই	১৩.৯৫	+৪৪	১৩.৭২	+২৩
১১	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৮.৯৮	-০৯	৮.৬৫	+৩৩
১২	মুন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকূল	পদ্মা	৬.৪৫	-১২	৬.৩০	+১৫
১৩	মুন্সিগঞ্জ	মাওয়া	পদ্মা	৬.২০	-৬	৬.১০	+১৬
১৪	শরীয়তপুর	সুরেশ্বর	পদ্মা	৪.৪৮	+৮	৪.৪৫	+১০
১৫	চাঁদপুর	চাঁদপুর	মেঘনা	৩.৭৪	+২	৩.৫৫	+৩

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
গাইবান্ধা	১৯০.০	কক্সবাজার	১৬১.০
লামা	৫৯.০	নোয়াখালী	৫৪.৫

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	৪৩		
হ্রাস	৫৬	**বিপদসীমার উপরে**	**১৫**
অপরিবর্তিত	০২		

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। এ বছরও একই বন্যা পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার মোট ১৬টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

১। ১৫টি জেলার সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	উপদ্রুত উপজেলার নাম	উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা	পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	বিতরণকৃত ত্রাণের পরিমান	বর্তমান মজুদ	মন্তব্য
১	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী	২১	-	৪৮,৬৪৫	জিআর চাল- ১২৩.৪৮০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ-১৫,২৫,৭০০/-	জিআর চাল-১৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ ২,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ২,০০,০০০/-	তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৪৫ সেঃ মিঃ নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
২	কুড়িগ্রাম	৯ টি উপজেলা	৫৫	১৫,৬০০	৬২,৪০০	জিআর চাল-২৩৪.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩১,৬০,০০০/-	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ২,০০,০০০/-	০৬/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখ সকাল ৬.০০ টায় ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি চিলমারী পয়েন্টে ০৯ সে.মিটার, ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার ২২ সে.মিটার, দুধকুমর নদীর পানি ২০ সে.মি, উপর দিয়ে এবং তিস্তা নদীর পানি ৩৫ সে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
৩	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি	২৬	৩০,৮৭৬	১,২২,৩২০	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-১১,০০,০০০/-, শিশু খাদ্য বাবদ-২,০০,০০০/-, ঢেউটিন বাবদ- ৮০ বান্ডিল	জিআর চাল-১৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/- টাকা, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	ব্রহ্মপুত্র-ফুলছড়ি বিপদ সীমার ১৬ সে. মি. উপরে, ঘাঘট-গাইবান্ধা বিপদ সীমার ০৯ সে. মি. নীচ দিয়ে, তিস্তা-সুন্দরগঞ্জ বিপদ সীমার ৪০ সে. মি. নীচে, করতোয়া-কাটাখালী বিপদ সীমার ২০২ সে. মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

৪	নীলফামারী	ডিমলা, কিশোরগঞ্জ	১০	-	২,০০০	জিআর চাল-৫৩.৬৭৫ মে: টন জিআর ক্যাশ- ২,০০,০০০/- শুকনা খাবার ৭৫ প্যাকেট	জিআর চাল-১৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতে স্বাভাবিক। তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ৫০ সে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
৫	রংপুর	গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা,	০৬	-	৪০	-	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	অদ্য সকাল ০৯ টায় তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৫০ সে.মি. নীচ দিয়ে ও কাউনিয়া পয়েন্টে ৪০ সে. মি. নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পীরগাছা উপজেলার ছাওলা ইউপির ৪০ টি বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।
৬	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা	৮৩	৩৬৫	৩৬,১৭৯	জিআর চাল-৫১০.০০০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ-৩৯,৭০,০০০/-	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** ৫০০ বান্ডিল ঢেউটিন, ৮,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার, জিআর চাল ৩০০ মে. টন ।
৭	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহজাদপুর, চৌহালী,	৫১	৩৪,৬৮৪	১,৫৯,১৫৩	জিআর চাল-২৬৭.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ-২,৪৪,০০০/-, শুকনা খাবার-১,৮০০ প্যাকেট,	জিআর চাল-৫৮.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৫৬,০০০/-, শুকনা খাবার-২০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার- ০.১০ মিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে । কাজিপুর পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার ০.১৯ মিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে । **চাহিদা:** জিআর চাল-১০০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২০,০০,000/- এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৫,০০,০০০/-টাকা।
৮	বগুড়া	ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা	১৬	১৮,৮৭২	৭৬,৬২০	জিআর চাল-২০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-	শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি গেজ স্টেশনে মাথুরা পয়েন্টে বিপদসীমার ২১ সে. মিটার উপর দিয়ে ও বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদসীমার ৭৫.৩ সে. মিটার নীচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** জিআর চাল-৫০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-১০,০০,000/- এবং শুকনা খাবার- ১০,০০০ প্যাকেট ।
৯	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী ও বকশীগঞ্জ	৪৯	৯৩,২২৫	৩,৯৮,৬২৩ জন	জিআর চাল-১৬০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ-৬,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট	জিআর চাল-৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-১,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ২,০০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে বর্তমানে বিপদসীমার ১৭ সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা প্লাবিত এলাকাসমূহ ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।
১০	সিলেট	বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, সিলেট সদর	৩১	২৫,৩৬৮	১,২০,৫৩০	জিআর চাল-১০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ-৫,০০,০০০/-	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সিলেট জেলার সকল নদীর পানি বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে।

১১	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, ভুঞাপুর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, দেলদুয়ার	২৪	২৬,৯২২	১,২৯,১২১	-	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি ভুঞাপুর সুইচগেট পয়েন্টে ১.৭০ মি. নিচে, কালিহাটি পয়েন্টে ০.২২ মি ও ধলেশ্বরী নদীর পানি এলাশিনঘাট পয়েন্টে ০.৮০ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
১২	রাজবাড়ী	-	-	-	-	-	জিআর চাল-১৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/-	বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি এবং কোনো এলাকা প্লাবিত হয়নি। দৌলতদিয়া গেজ ষ্টেশন পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ০.৩৪ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গনে রাজবাড়ী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী ৭.৪৪ কি. মি. অংশ ও ০.০৩০ কি. মি. বাঁধ এবং গড়াই নদীর ১.৪৫৮ কি. মি. ও ০.৩০০ কি. মি. বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী ভাংগনে ২৫ টি ঘরবাড়ি এবং বোনা আউশ ১১.০০ হেক্টর, চিনা বাদাম ৬.০০ হেক্টর, পাট ৪.০১ হেক্টর, তিল ৩.৩০ হেক্টর, এবং ৬.২০ হেক্টর জমির গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি সবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
১৩	মাদারীপুর	শিবচর	০৯	২,৪০০ ও নদী ভাঙ্গনে ১৭০ টি	১২,৮৫০	জিআর চাল- ৮০.০০০ মে: টন শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট	জিআর চাল-২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	পদ্মা নদীর পানি মাওয়া পয়েন্টে ১০ সে. মি. উপর দিয়ে ও আড়িয়ালখা পয়েন্টে ৩.৫৮ মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
১৪	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, দৌলতপুর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, ঘিওর, সিংগাইর	১০	৩১৪	১,৪১৩	জিআর চাল-১৩.০০০ মে: টন	জিআর চাল-২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি আরিচা ঘাটে বিপদসীমার ০৬ সে. মি. নীচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। কালীগঙ্গা নদীর পানি তরা পয়েন্টে বিপদসীমার ৭২ সে. মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক।
১৫	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন, সদরপুর	০৮	১৪,৩০০	৫৭,২০০	-	জিআর চাল-২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩,০০,০০০/-	পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৩৪ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

২। বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

(ক)

সাম্প্রতিক

ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণিত জেলার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ মানবিক সহায়তা হিসেবে ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য এবং শিশুখাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১।	রংপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৪।	নীলফামারী	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৬।	সিলেট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৮।	বগুড়া	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১০।	জামালপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১১।	টাংগাইল	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১২।	মাদারীপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
মোট		২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা	২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা

(সূত্র ১: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩০, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ
সূত্র ২: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩১, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(খ)বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	ঢাকা	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০২.	নারায়নগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৩.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৪.	মুন্সিগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৫.	মানিকগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৬.	টাংগাইল	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০

০৭.	নরসিংদী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৮.	ফরিদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৯.	মাদারীপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
১০.	গোপালগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১১.	শরীয়তপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১২.	রাজবাড়ী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৩.	কিশোরগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৪.	**ময়মনসিংহ**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৫.	নেত্রকোনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৬.	জামালপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৭.	শেরপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৮.	**চট্টগ্রাম**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৯.	কক্সবাজার	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২০.	রাংগামাটি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২১.	খাগড়াছড়ি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২২.	কুমিল্লা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৪.	চাঁদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৫.	নোয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৬.	ফেনী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৭.	লক্ষ্মীপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৮.	বান্দরবান	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৯.	**রাজশাহী**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩১.	নওগাঁ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩২.	নাটোর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৩.	পাবনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৫.	বগুড়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৬.	জয়পুরহাট	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৭.	**রংপুর**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৮.	কুড়িগ্রাম	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৩৯.	নীলফামারী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪০.	গাইবান্ধা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪১.	লালমনিরহাট	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪২.	দিনাজপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৩.	ঠাকুরগাঁও	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৪.	পঞ্চগড়	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৫.	**খুলনা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৬.	বাগেরহাট	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৭.	সাতক্ষীরা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৮.	যশোর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৯.	ঝিনাইদহ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫০.	মাগুরা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫১.	নড়াইল	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫২.	কুষ্টিয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৫৩.	মেহেরপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৪.	চুয়াডাংগা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৫.	**বরিশাল**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৬.	পটুয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৭.	ভোলা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৮.	পিরোজপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৯.	বরগুনা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬০.	ঝালকাঠি	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৬১.	**সিলেট**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬২.	মৌলভীবাজার	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬৩.	হবিগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬৪.	সুনামগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
		মোট=	১০,৯০০.০০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন	১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৭, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১০ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	০	০	০
২।	ময়মনসিংহ	৩	০	০
৩।	বরিশাল	১	০	০
৪।	সিলেট	৩	০	০
৫।	রাজশাহী	১	০	০
৬।	রংপুর	০	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৮।	খুলনা	২	০	০
	মোট	**১০**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহু লোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ০৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,১১,২৫,২৪৫	৯,১৮,৫৯১
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	২,০৩,৮৩৬	২৯,৮৫৯
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৫,২৮,২০৪	২৪,৪৭৩
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৫,১৯৫	৬৯৯

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১৪,২৪৫	৮,৬৩,৩০৭
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৩,২০১	১,৬৫,৬১৮
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩,৫২৪	৭৬,১৪৯
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৪৪	২,০৯৬

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন সকাল ১১ টায় এবং বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

৬-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৫/১(১৬৬)

তারিখ: ২২ আষাঢ়.১৪২৭
০৬ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (সকল)
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (সকল)
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

৬-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা